দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 1 6 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ..৮.... কলাম ..৩......

ছাত্রদলের নেতা ও কর্মীসহ ৮৫ জন আটক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পুরো মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বিডিআর এবং ৬টি গোয়েন্দা সংস্থা একযোগে ঢাকা

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদলের নেতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ৮৫ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী এবং সাধারণ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। অভিযানকালে বিডিআর বঙ্গবন্ধু হল থেকে ২টি এবং সূর্যসেন হল থেকে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার অভিযানের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গোপন ছিল। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকেও অভিযান সম্পর্কে আগাম কোন তথ্য জানানো হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রদলের জুনিয়র ক্যাডার, ৩৫ জন সাধারণ ছাত্র, ২ জন সাংবাদিক এবং ৬ জন বিভিন্ন হলের কর্মচারী। তবে 'ব্ল্যাক লিস্টেড' কোন ছাত্রদল নেতাকে বিডিআর গ্রেফতার করতে পারেনি। গত কয়েকদিন যাবৎ ছাত্রদল নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর অধিকাংশ নেতাই গা-ঢাকা দেয়। গত কয়েক মাস যাবৎ হল দখল পাল্টা দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত ১২ শতাধিক বিডিআর সদস্য বঙ্গবন্ধু হল, সূর্যসেন হল, হাজী মুহসীন হল, জহুরুল হক হল এবং এসএম হল একযোগে তল্লাশী চালায়। এ সময় বিডিআরকে সাহায্য করে ৬টি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণ। প্রতিটি হলের চারপাশে বিডিআর ঘিরে রাখে। বঙ্গবন্ধু হলে ৩ বার তল্লাশী হয়। বঙ্গবন্ধু হলে প্রবেশের সময় বিডিআর তারকাঁটার বেড়া কেটে হলে প্রবেশ করে। মূল ফটকের তালা মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যে ভেঙ্গে বিডিআর হলের কক্ষে কক্ষে তল্লাশী চালায়। ২২২ নং কক্ষ থেকে বিডিআর ১টি শর্টগান, ১টি পয়েন্ট থ্রী টু, ১২টি কার্তুজ ও বেশ কয়েকটি ককটেল উদ্ধার করে। বিডিআর ছাত্রদলের শামসু, আমিন, দেলোয়ার, শাকিল, রিয়াজ, ঝুনু, রাসেলকে এবং সাধারণ ছাত্র মাসুম (অর্থনীতিতে ৪র্থ বর্ষ), ওসমান (দ্বিতীয় বর্ষ), পলাশ, জিল্লুর (অর্থনীতি ৪র্থ বর্ষ), তৌহিদ (সমাজ বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ) সোহেল রিগ্যানকে গ্রেফতার করে। এ সময় ইসমাইল নামের এক ক্যান্টিনবয় এবং মুজিব হলের দুই গেটরক্ষী আশরাফুল এবং খলিলুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান। হল গেটের তালার চাবি রক্ষীদের কাছে না থাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। সূর্যসেন হলে বিডিআর তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে অতিথি কক্ষে ঘুমন্ত পুলিশকে চড়, কিল, থাপ্পড় মারে এবং অবরুদ্ধ করে রাখে। এ হল থেকে আব্দুল মান্নান ফরহাদ, শামসুজ্জোহা সুমন, আমিন, বাপ্পী, মোস্তফা, আকাশ, রাশেদ, বাদশাহ, নজমুল, হাবীব, বাবুকে আটক করে নিয়ে যায়। ছাত্রদল কর্মী বাবুর কাছ থেকে একটি নাইন এম এম রিভলবার উদ্ধার করে। সূর্যসেন হলে সাধারণ ছাত্রদের মারধর করা হয়েছে বলে জানা যায়। হলের কর্মচারী তাসলিমকেও বিডিআর গ্রেফতার করে। হাজী মুহসীন হল থেকে ছাত্রদল নেতা কামরুজ্জামান বিপ্লব (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ), আপেল মাহমুদ (সমাজ বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ), আশরাফ বাবু, তুহিন, জহির, আজিজ, ঈমন, মামুন, সবুরকে এবং কর্মচারী সুন্দর আলী ও লোকমানকেও গ্রেফতার করে। মুহসীন হলে ৪৬৪ নং কক্ষ থেকে দুই বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ফরিদ আহমেদ সাজু (ইউএনবি) এবং কবির আহমেদকে (আজকের কাগজ) গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গতকাল রাত্র ৮টা পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়নি। বিডিআর মুহসীন হলেও পুলিশদের মারধর করে এবং অপমান করে।

এস এম হল থেকে বিডিআর মাসুম বিল্লাহ, রাসেল, শামীম এবং এক অতিথিকে নিয়ে যায়। তল্লাশীর সময় ২০ জন সাধারণ ছাত্রকে খালি গায়ে এস এম হলের মধ্যে মাঠে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়। জহুরুল হক হল থেকে ৩ ছাত্রদল কর্মী এবং কর্মচারী মোতালেবকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নে[illegible]র্মী এবং